বিত্‌র নামায

বিত্‌র নামায সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। এ নামায আদায় করতে মহানবী ﷺ উম্মতকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতেন। হযরত আলী ﷺ বলেন, 'বিত্‌র ফরয নামাযের মত অবশ্যপালনীয় নয়; তবে আল্লাহর রসূল ﷺ তাকে সুন্নতের রূপদান করেছেন; তিনি বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ বিত্‌র (জোড়হীন), তিনি বিত্‌র (জোড়শূন্যতা বা বেজোড়) পছন্দ করেন। সুতরাং তোমরা বিত্‌র (বিজোড়) নামায পড়, হে আহলে কুরআন!" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ৫৮৮নং)*

বনী কিনানার মুখদিজী নামক এক ব্যক্তিকে আনসার গোত্রের আবূ মুহাম্মাদ নামক এক লোক বলল যে, বিত্‌রের নামায ওয়াজেব। এ কথা শুনে সাহাবী উবাদাহ বিন সামেত ﷺ বললেন, 'আবূ মুহাম্মাদ ভুল বলছে।' আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "পাঁচ ওয়াক্ত নামায আল্লাহ বান্দাগণের উপর ফরয করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা যথার্থরূপে আদায় করবে এবং তাতে গুরুত্ব দিয়ে তার কিছুও বিনষ্ট করবে না, সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতি আছে যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি তা আদায় করবে না, সে ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কোন প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দেবেন, নচেৎ ইচ্ছা হলে জান্নাতেও দিতে পারেন।" *(মালেক, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৩৬৩ নং)*

মহানবী ﷺ সওয়ারীর উপর বিতরের নামায পড়েছেন। *(বুখারী, মুসলিম, সুনানে আরবাআহ, দারাকুতনী ১৬১৭নং)* অথচ ফরয নামাযের সময় তিনি সওয়ারী থেকে নেমে কিবলামুখ করতেন। *(আহমাদ, বুখারী)*

বিত্‌রের সময় ঃ

বিতরের সময় এশার পর থেকে নিয়ে ফজরের আগে পর্যন্ত। মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ তোমাদেরকে একটি অতিরিক্ত নামায প্রদান করেছেন। আর তা হল বিত্‌রের নামায সুতরাং তোমরা তা এশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে পড়ে নাও।" *(আহমাদ, সিলসিলাহ সহীহাহ ১০৮নং)*

সাহাবী গুযাইফ বিন হারেস বলেন, একদা আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, '--- নবী ﷺ বিত্‌রের নামায প্রথম রাত্রিতে পড়তেন, নাকি শেষ রাত্রিতে?' তিনি বললেন, 'কখনো তিনি প্রথম রাত্রিতে বিত্‌র পড়তেন, আবার কখনো শেষ রাত্রিতে।' আমি বললাম, 'আল্লাহু আকবার! সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি (দ্বীনের) ব্যাপারে প্রশস্ততা রেখেছেন।---' *(মুসলিম, সহীহ আবূ দাউদ ২০৯, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১২৬৩নং)*

অবশ্য যে ব্যক্তি মনে করে যে, সে শেষ রাত্রে উঠতে পারবে না, তার জন্য উত্তম হল প্রথম রাত্রে বিত্‌র পড়ে ঘুমানো। পক্ষান্তরে যে মনে করে যে, সে শেষ রাত্রে উঠতে পারবে তার জন্য উত্তম হল শেষ রাত্রে বিত্‌র পড়া।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, সে শেষ রাত্রে উঠতে পারবে না, তার জন্য উত্তম হল প্রথম রাত্রে বিত্‌র পড়ে নেওয়া। পক্ষান্তরে যে ধারণা করে যে, সে শেষ রাত্রে উঠতে পারবে তার জন্য উত্তম হল শেষ রাত্রে বিত্‌র পড়া। কারণ, শেষ রাতের নামাযে ফিরিশ্তা উপস্থিত হন এবং এটাই হল শ্রেষ্ঠতম।" *(আহমাদ, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১২৬০নং)*

একদা তিনি হযরত আবূ বাক্‌র ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কখন বিত্‌র পড়?" আবূ বাক্‌র ﷺ বললেন, 'প্রথম রাত্রে এশার পরে।' অতঃপর তিনি হযরত উমার ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, "আর উমার তুমি?" উমার ﷺ বললেন, 'শেষ রাতে।' পরিশেষে তিনি বললেন, "কিন্তু তুমি হে আবূ বাক্‌র! স্থির-নিশ্চয়তা অবলম্বন করে থাক। আর তুমি হে উমার! (শেষ রাতে উঠার পূর্ণ) আত্মবিশ্বাস গ্রহণ করে থাক।" *(আঃ, আদাঃ, হাঃ)*

শেষ জীবনে মহানবী ﷺ শেষ রাতেই বিত্‌র পড়তেন। কেননা, সেটাই ছিল উত্তম। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি তাঁর একাধিক সাহাবীকে স্থির-নিশ্চয়তা অবলম্বন পূর্বক প্রথম রাত্রে বিত্‌র পড়ে নিতে বিশেষ উপদেশ দিতেন। যেমন উপদেশ দিয়েছিলেন হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ-কে। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ১২৬২নং)* হযরত সা'দ বিন আবী অক্কাস ﷺ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদে এশার নামায পড়ে এক রাকআত বিত্‌র পড়ে নিতেন। তাঁকে বলা হল, 'আপনি কেবল এক রাকআত বিত্‌র পড়েন, তার বেশী পড়েন না (কি ব্যাপার)?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি বিত্‌র না পড়ে ঘুমায় না, সে হল স্থির-নিশ্চিত মানুষ।" *(আহমাদ)*

বিত্‌র নামাযের রাকআত সংখ্যা ঃ

বিত্‌র নামায একটানা এক সালামে ৯, ৭, ৫, ৩ রাকআত পড়া যায়।

৯ রাকআত বিত্‌রের নিয়ম হল, ৮ রাকআত একটানা পড়ে তাশাহহুদে বসতে হবে। তাতে আত্‌-তাহিয়্যাত ও দরূদ-দুআ পড়ে সালাম না ফিরে উঠে গিয়ে আরো এক রাকআত পড়ে সালাম ফিরতে হবে। *(মুসলিম, মিশকাত ১২৫৭নং)*

৭ রাকআত বিত্‌রের নিয়ম হল, ৬ রাকআত একটানা পড়ে তাশাহহুদে বসতে হবে। তাতে আত্‌-তাহিয়্যাত ও দরূদ-দুআ পড়ে সালাম না ফিরে উঠে গিয়ে আরো এক রাকআত পড়ে সালাম ফিরতে হবে। *(সুনানে আরবাআহ, আবূ দাউদ ১৩৪২, নাসাঈ ১৭১৯নং)*

কোন কোন বর্ণনা মতে ষষ্ঠ রাকআতে না বসে একটানা ৭ রাকআত পড়ে সর্বশেষে তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরতে হবে। *(নাঃ ১৭১৮নং)*

৫ রাকআত বিত্‌রের নিয়ম হল, ৫ রাকআত একটানা পড়ে তাশাহহুদে বসতে হবে। তাতে আত্‌-তাহিয়্যাত ও দরূদ-দুআ পড়ে সালাম ফিরতে হবে। *(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ ১৭১৭, মিশকাত ১২৫৬নং)*

৩ রাকআত বিত্‌রের নিয়ম হল দুই প্রকার; (ক) ২ রাকআত পড়ে সালাম ফিরে দিতে হবে। অতঃপর উঠে পুনরায় নতুন করে আরো এক রাকআত পড়ে সালাম ফিরতে হবে। *(ইবনে আবী শাইবাহ, ইরওয়াউল ২/১৫০)*

(খ) ৩ রাকআত একটানা পড়ে তাশাহহুদে বসতে হবে। তাতে আত্‌-তাহিয়্যাত ও দরূদ-দুআ পড়ে সালাম ফিরতে হবে। *(হাঃ ১/৩০৪, বাঃ ৩/২৮, ৩/৩১)* এ ক্ষেত্রে মাগরেবের নামাযের মত মাঝে (২ রাকআত পড়ে) আত্‌-তাহিয়্যাত পড়া যাবে না। যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ বিতরকে মাগরেবের মত পড়তে নিষেধ করেছেন। *(ইবনে হিব্বান ২৪২০, হাকেম ১/৩০৪, বাইহাকী ৩/৩১, দারাকুতনী ১৬৩৪নং)*

এতদ্ব্যতীত ৩ রাকআত বিত্‌র মাগরেবের মত করে পড়া, *(দারাকুতনী ১৬৩৭নং)* নতুন করে তাহরীমার তকবীর দেওয়ার মত (উল্টা) তকবীর দিয়ে পুনরায় হাত বেঁধে কুনূত পড়া ইত্যাদি কিছু সলফ কর্তৃক বর্ণনা করা হলেও তা সহীহ নয়। *(ইরঃ ৪২৭নং, তুআঃ ১/৪৬৪)* অতএব তা বিদআত ও পরিত্যাজ্য।

১ রাকআত বিত্‌র ঃ

বিত্‌র এক রাকআতও পড়া যায়। খোদ মহানবী ﷺ এক রাকআত বিত্‌র পড়তেন। তিনি বলেন, "রাতের নামায দু রাকআত দু রাকআত। অতঃপর তোমাদের কেউ যখন ফজর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে তখন সে যেন এক রাকআত বিত্‌র পড়ে নেয়।" *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ১২৫৪নং)*

তিনি আরো বলেন, "বিত্‌র হল শেষ রাতে এক রাকআত।" *(মুসলিম, মিশকাত ১২৫৫নং)*

তিনি বলেন, "বিত্‌র হল প্রত্যেক মুসলিমের জন্য হক বা সত্য। সুতরাং যে ৫ রাকআত বিত্‌র পড়তে পছন্দ করে সে তাই পড়ুক, যে ৩ রাকআত পড়তে পছন্দ করে সে তাই পড়ুক এবং যে এক রাকআত পড়তে পছন্দ করে সে তাই পড়ুক।" *(আদাঃ ১৪২২, নাঃ, ইমাঃ, মিঃ ১২৬৫নং)*

ইবনে আব্বাস ﷺ-কে বলা হল যে, মুআবিয়া ﷺ এশার পরে এক রাকআত বিত্‌র পড়লেন (সেটা কি ঠিক)? উত্তরে তিনি বললেন, 'তিনি ঠিকই করেছেন। তিনি তো ফকীহ। তাঁকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দাও, তিনি নবী ﷺ-এর সাহাবী।' *(বুখারী, মিশকাত ১২৭৭নং)*

এ ছাড়া আরো অন্যান্য বহু সলফ ১ রাকআত বিত্‌র পড়তেন। *(ইবনে আবী শাইবাহ দ্রঃ)*

বিত্‌র নামাযের মুস্তাহাব ক্বিরাআত ঃ

এ নামাযে সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা পড়া যায়। তবে মুস্তাহাব হল, প্রথম রাকআতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কাফিরূন এবং তৃতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পড়া। *(আহমাদ, নাসাঈ, দারেমী, হাকেম, মিশকাত ১২৭০-১২৭২নং)*

মহানবী ﷺ কখনো কখনো তৃতীয় রাকআতে সূরা ইখলাসের সাথে সূরা নাস ও ফালাকও পাঠ করতেন। *(আদাঃ, তিঃ, হাঃ ১/৩০৫)*

বিত্‌রের কুনূত ঃ

মহানবী ﷺ হযরত হাসান বিন আলী ﷺ-কে নিম্নের দুআ বিত্‌র নামাযে ক্বিরাআত শেষ করার পর (রুকূর আগে) পড়তে শিখিয়েছিলেনঃ-

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَ تَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلاَ يُقْضى عَلَيْكَ إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ لاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ (وَصَلَّى اللّٰهُ على نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ).

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাহদিনী ফী মান হাদাইত্‌। অআ-ফিনী ফীমান আ ফাইত্‌। অতাওয়াল্লানী ফী মান তাওয়াল্লাইত্‌। অবা-রিকলী ফী মা আ'ত্বাইত্‌। অক্বিনী শার্রামা ক্বায়াইত্‌। ফাইন্নাকা তাক্বযী অলা ইউক্বযা আলাইক্‌। ইন্নাহু লা য়্যাযিল্লু মাঁউ ওয়া-লাইত্‌। অলা য়্যাইযযু মান আ'-দাইত্‌। তাবা-রাকতা রাব্বানা অতাআ'-লাইত্‌। লা মানজা মিনকা ইল্লা ইলাইক্‌। (অ স্বাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ।)

অর্থ - হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হেদায়াত করে তাদের দলভুক্ত কর যাদেরকে তুমি হেদায়াত করেছ। আমাকে নিরাপদে রেখে তাদের দলভুক্ত কর যাদেরকে তুমি নিরাপদে রেখেছ, আমার সকল কাজের তত্ত্বাবধান করে আমাকে তাদের দলভুক্ত কর যাদের তুমি তত্ত্বাবধান করেছ। তুমি আমাকে যা কিছু দান করেছ তাতে বর্কত দাও। আমার ভাগ্যে তুমি যা ফায়সালা করেছ তার মন্দ থেকে রক্ষা কর। কারণ তুমিই ফায়সালা করে থাক এবং তোমার উপর কারো ফায়সালা চলে না। নিশ্চয় তুমি যাকে ভালোবাস সে লাঞ্ছিত হয় না এবং যাকে মন্দ বাস সে সম্মানিত হয় না। তুমি বর্কতময় হে আমাদের প্রভু এবং তুমি সুমহান। তোমার আযাব থেকে তুমি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই। আর আমাদের নবীর উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন। *(আহমাদ, সুনানে আরবাআহ, বাইহাকী,মিশকাত ১২৭৩নং, ইরওয়াউল গালীল ২/১৭২)*

প্রকাশ থাকে যে, দুআর শেষে দরূদের উল্লেখ উক্ত হাদীসসমূহে না থাকলেও সলফদের আমল শেষে দরূদ পড়ার কথা সমর্থন করে। আর সে জন্যই দুআর শেষে এখানে যুক্ত করা হয়েছে। *(তামামুল মিন্নাহ ২৪৩পৃঃ, সিফাতু সালাতুন নাবী দ্রঃ)*

হযরত আলী ﷺ বলেন মহানবী ﷺ তাঁর বিত্‌রের শেষ (রাকআতের রুকূর আগে কুনূতে) এই দুআ বলতেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلى نَفْسِكَ.

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিরিয়া-কা মিন সাখাত্বিক, অবিমুআফা-তিকা মিন উক্বূবাতিক, অ আউযু বিকা মিন্‌কা লা উহ্‌সী ষানা-আন আলাইকা আন্তা কামা আষনাইতা আলা নাফসিক্‌।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার সন্তুষ্টির অসীলায় তোমার ক্রোধ থেকে, তোমার ক্ষমাশীলতার অসীলায় তোমার শাস্তি থেকে এবং তোমার সত্তার অসীলায় তোমার আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার উপর তোমার প্রশংসা গুনে শেষ করতে পারি না, যেমন তুমি নিজের প্রশংসা নিজে করেছ। *(সুনানে আরবাআহ, মিশকাত ১২৭৬নং, ইরওয়াউল গালীল ২/১৭৫)*

প্রকাশ থাকে যে, অনেকে বলেছেন, উক্ত দুআটি বিতরের নামাযের শেষে অর্থাৎ, সালাম ফিরার পর পড়া মুস্তাহাব। *(আউনুল মাবূদ ৪/২১৩, তুহফাতুল আহওয়াযী ১০/৯, ফিকহুস সুন্নাহ আরবী ১/১৭৪, ফিকহুস সুন্নাহ উর্দু ১৮৫পৃঃ দ্রঃ)*

পক্ষান্তরে মানারুস সাবীল *(১/১০৮)* আস্‌সালসাবীল *(১/১৬২)* প্রভৃতি ফিকহের কিতাবে উক্ত দুআকে দুআয়ে কুনূত বলেই প্রথমোক্ত দুআর পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থের পরিচ্ছেদের শিরোনাম বাঁধার ভাবধারায় বুঝা যায় যে, এ দুআ বিত্‌রের কুনূতে পঠনীয়। নাসাঈ শরীফের উক্ত হাদীসের টীকায় আল্লামা সিন্ধী বলেন, 'হতে পারে তিনি উক্ত দুআ কিয়ামের শেষাংশে (রুকূর আগে) বলতেন। সুতরাং ওটাও একটি দুআয়ে কুনূত; যেমন গ্রন্থকার (নাসাঈর) কথা দাবী করে। আবার এও হতে পারে যে, তিনি (বিত্‌রের) তাশাহহুদের বৈঠকে (সালাম ফিরার পূর্বে) উক্ত দুআ পড়তেন। আর শব্দের বাহ্যিক অর্থও তাই।' *(নাঃ ১৭৪৬নং, ২/২৭৫)* অল্লাহু আ'লাম।

বিত্‌রের কুনূতকে কুনূতে গায়র নাযেলাহ বলা হয়। আর তা সব সময় প্রত্যেক রাত্রে বিত্‌র নামাযে পড়া হয়। অবশ্য কুনূতের দুআ পড়া মুস্তাহাব; জরুরী নয়। সুতরাং কেউ ভুলে ছেড়ে দিয়ে সিজদায় গেলে সহু সিজদা লাগে না। যেমন প্রত্যেক রাত্রে তা নিয়মিত না পড়ে মাঝে মাঝে ত্যাগ করা উচিত। *(সিসানঃ ১৭৯পৃঃ, আল-মুমতে ৪/২৭)*

প্রকাশ থাকে যে, বিত্‌রের কুনূত (দুআ) মুখস্থ না থাকলে তার বদলে তিনবার 'ক্বুল' বা 'রাব্বানা আতেনা' পড়ে কাজ চালানো শরীয়ত-সম্মত নয়। মুখস্থ না থাকলে করতে হবে। আর ততদিন এমনিই কাজ চলবে।

বিত্‌রের দুআয় ইমাম সাহেব বহুবচন শব্দ ব্যবহার করবেন। এরূপ করা বিধেয়। এটা নিষিদ্ধ নববী শব্দ পরিবর্তনের আওতাভুক্ত নয়। কারণ, এটা কেবলমাত্র শব্দের বচন পরিবর্তন। পক্ষান্তরে হাদীসের কোন কোন বর্ণনায় বিত্‌রের দুআ বহুবচন শব্দেও বর্ণিত হয়েছে। *(ত্বাবারানীর কাবীর ২৭০০নং, শারহুস্ সুন্নাহ ৩/১২৯, সালাতুত তারাবীহ, ইবনে বায ৪১পৃঃ, মুখতাসারু মুখালাফাত ফিত তুহূরি অস্-সালাহ ১৭১পৃঃ দ্রঃ)*

কুনূতের স্থান ও নিয়ম

কুনূতের দুআ (শেষ রাকআতের) রুকুর আগে বা পরে যে কোন স্থানে পড়া যায়। হুমাইদ বলেন, আমি আনাস ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, কুনূত রুকূর আগে না পরে? উত্তরে তিনি বললেন, 'আমরা রুকূর আগে ও পরে কুনূত পড়তাম।' *(ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১২৯৪নং)*

অনুরূপ (দুআর মত) হাত তোলা ও না তোলা উভয় প্রকার আমলই সলফ কর্তৃক বর্ণিত আছে। *(তুহফাতুল আহওয়াযী ১/৪৬৪)*

অবশ্য দুআর পরে মুখে হাত বুলানো সুন্নত নয়। কারণ, এ ব্যাপারে যত হাদীস এসেছে সবগুলোই দুর্বল। *(ইরওয়াউল গালীল ২/১৮১, আল-মুমতে ৪/৫৫)* বলা বাহুল্য, দুর্বল হাদীস দ্বারা কোন সুন্নত প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তাই কিছু উলামা স্পষ্টভাবে তা (অনুরূপ বুকে হাত ফিরানোকে) বিদআত বলেছেন। *(ইরওয়াউল গালীল ২/১৮১, মু'জামুল বিদআহ ৩২২পৃঃ)*

ইয়য্ বিন আব্দুস সালাম বলেন, 'জাহেল ছাড়া এ কাজ অন্য কেউ করে না।' পক্ষান্তরে দুআয় হাত তোলার ব্যাপারে অনেক সহীহ হাদীস এসেছে। তার মধ্যে কোন হাদীসেই মুখে হাত ফিরানোর কথা নেই। আর তা এ কথারই দলীল যে, উক্ত আমল আপত্তিকর ও অবিধেয়। *(ইরওয়াউল গালীল ২/১৮২, সিফাতু সালাতুন নাবী ১৭৮পৃঃ)*

বিতরের নামাযের সালাম ফিরে দুআ

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ، (সুবহা-নাল মালিকিল কুদ্দূস।)

অর্থ- আমি পবিত্রময় বাদশাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি।

এই দুআটি তিনবার পড়তে হয়। তন্মধ্যে তৃতীয় বারে উচ্চস্বরে পড়া কর্তব্য। *(আবূ দাউদ, নাসাঈ, মিশকাত ১২৭৪-১২৭৫নং)*

এক রাতে দুইবার বিত্র নিষিদ্ধ

রাত্রের সর্বশেষ নামায হল বিত্রের নামায। বিত্রের পর আর কোন নামায নেই। অতএব যদি কেউ শেষ রাত্রে উঠতে পারবে না মনে করে এশার পর বিত্র পড়ে নেয় অতঃপর শেষ রাত্রে উঠতে সক্ষম হয়, সে তাহাজ্জুদ পড়বে কিন্তু আর দ্বিতীয় বার বিত্র পড়বে না। কারণ, মহানবী ﷺ বলেন, "এক রাতে দুটি বিত্র নেই।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৭৫৬৭নং)* "তোমরা বিত্র নামাযকে রাতের শেষ নামায কর।" *(বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, ইরওয়াউল গালীল ৪২২নং)*

বিত্রের পর নফল ২ রাকআত

অবশ্য এ ব্যাপারে একটি ব্যতিক্রম নামায হল, বিত্রের পরে ২ রাকআত সুন্নত বসে বসে পড়া। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসূল ﷺ (বিত্র নামাযের) সালাম ফিরার পর বসে বসে ২ রাকআত নামায পড়তেন। *(মুঃ)* হযরত উম্মে সালামাহ বলেন। 'তিনি বিত্রের পর বসে বসে (হাল্কা করে) ২ রাকআত নামায পড়তেন।' *(আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত ১২৮৪নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় এই (সফর) রাত্রি জাগরণ ভারী ও কষ্টকর। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন বিত্র পড়বে তখন সে যেন ২ রাকআত পড়ে নেয়। অতঃপর সে যদি রাত্রে উঠতে পারে তো উত্তম। নচেৎ, ঐ ২ রাকআত তার (রাতের নামায) হয়ে যাবে।" *(দারেমী, মিশকাত ১২৮৬, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৯৯৩নং দ্রঃ)*

উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ঐ ২ রাকআত আমাদেরও পড়া উচিত। আর তা মহানবী ﷺ-এর জন্য খাস নয়।

আবূ উমামাহ বলেন, 'নবী ﷺ ঐ ২ রাকআত নামায বিত্রের পর বসে বসে পড়তেন। আর তার প্রথম রাকআতে সূরা যিলযাল ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কাফিরূন পাঠ করতেন।' *(আহমাদ, মিশকাত ১২৮৭নং)*

বিত্রের কাযা

বিত্র নামায যথা সময়ে না পড়া হলে তা কাযা পড়া বিধেয়। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি বিত্র না পড়ে ঘুমিয়ে যায় অথবা তা পড়তে ভুলে যায় সে ব্যক্তি যেন তা স্মরণ হওয়া মাত্র তা পড়ে নেয়।" *(আহমাদ, সুনান আহমাদ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৬৫৬২নং)* তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি ঘুমিয়ে থেকে বিত্র না পড়তে পারে সে ব্যক্তি যেন ফজরের সময় তা পড়ে নেয়।" *(তিরমিযী, ইরওয়াউল গালীল ৪২২, সহীহুল জামে' ৬৫৬৩নং)*

খোদ মহানবী ﷺ-এর কোন রাত্রে বিত্র না পড়ে ফজর হয়ে গেলে তখনই বিত্র পড়ে নিতেন। *(আহমাদ ৬/২৪৩, বাইহাকী ১/৪৭৯, ত্বাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/২৪৬)*

একদা এক ব্যক্তি মহানবীর দরবারে এসে বলল, 'হে আল্লাহর নবী! ফজর হয়ে গেছে অথচ আমি বিত্র পড়তে পারিনি।' তিনি বললেন, "বিত্র তো রাত্রেই পড়তে হয়।" লোকটি পুনরায় বলল, 'হে আল্লাহর নবী! ফজর হয়ে গেছে অথচ আমি বিত্র পড়তে পারিনি।' এবারে তিনি বললেন, "এখন পড়ে নাও।" *(ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৭১২নং)*

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট হয় যে, ফজর হয়ে গেলেও বিতর নামায বিত্রের মতই কাযা পড়া যাবে। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৪/২৯৯ দ্রঃ)*

বিত্র নামাযে জামাআত

মহানবী ﷺ যে কয় রাত তারাবীহর নামায পড়েছিলেন সে কয় রাতে জামাআত সহকারে বিত্র পড়েছিলেন। অনুরূপ সাহাবীগণও রমযান মাসে জামাআত সহকারে তারাবীহর সাথে বিত্র পড়েছেন।

মওলানা আব্দুল হামীদ মাদানী প্রণীত "স্বালাতে মুবাশ্শির" বই থেকে উদ্ধৃত